বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী-বিএনপিগোষ্ঠী কর্তৃক মার্কিন-বৃটেনের স্বার্থ রক্ষার প্রতিযোগিতায় দেশের সার্বভৌমত্ব সংকটের সম্মুখীন

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে ঠেকাতে ও ইসলামের উত্থানকে দমন করতে নিজে সরাসরি এবং তার আঞ্চলিক চৌকিদার ভারতকে সাথে নিয়ে দেশের বন্দর, জ্বালানীসম্পদ ও সামরিক বাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।
- হাসিনা সরকার ভারতকে জল-স্থল-আকাশ পথে ট্রানজিট প্রদান, সমুদ্রবন্দরে বিশেষ অধিকার, বঙ্গোপসাগরে রাডার নজরদারি স্থাপন ও সামরিক সহযোগিতা চুক্তির মাধ্যমে দেশের উপর ভারতের আধিপত্য নিশ্চিত করেছে।
- হাসিনা সরকার ব্রিটিশ মদদপুষ্ট মিয়ানমারের সরকারের স্বার্থে একদিকে রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে আশ্রয়ের নামে জেলবন্দি করে রেখেছে, অন্যদিকে বর্ডারে মর্টার হামলা ও হত্যাকান্ডের বিপরীতে তথাকথিত সংযম প্রদর্শন নীতি গ্রহণ করেছে।
- বিএনপি কখনো যুক্তরাষ্ট্রের সাথে হাসিনা সরকারের দেশবিরোধী চুক্তি যেমন TIFA, ACSA, GSOMIA, ইত্যাদির বিরোধিতা করেনি। এমনকি ভারতের সাথে কৃত চুক্তিসমূহের বিরুদ্ধেও অবস্থান নেয়নি। বরং ভারত যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক চৌকিদার হওয়ার কারণে বিএনপি তথাকথিত ভারত-বিরোধী জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ত্যাগ করে ভারতের অধিনস্ততা মেনে নিয়েছে।
- দেশের জনগণ হাসিনা সরকারের পতনে ঐক্যবদ্ধ। জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হাসিনা সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে লেনদেন ও দফা-রফা করছে, আর বিএনপি সরকার-পতনের আন্দোলনের ধোঁয়া তুলে পর্দার অন্তরালে সংসদীয়-আসন ভাগাভাগির দরকষাকষি করে জনগণের সাথে প্রতারণা করছে।

হে দেশবাসী, আওয়ামী-বিএনপিগোষ্ঠী মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ ছাড়া আর কিছুই নয়। জনগণের সাথে প্রতারণা করে ক্ষমতায় গিয়ে তারা উভয়ই কাফির-মুশরিকদের স্বার্থ রক্ষা করে। তাই এই দালাল রাজনীতিবিদদের নিকট দেশের সার্বভৌমত্ব নিরাপদ নয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এসব দালালদের বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন, **"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করোনা, তারা পরস্পর মিত্র। আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে নিশ্চয়ই তারা তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ যালিমদের পথ প্রদর্শন করেন না"** [সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৫১]।

দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে মার্কিন-বৃটেনের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে হিযবুত তাহ্‌রীর-এর নিষ্ঠাবান নেতৃত্বের সাথে ঐক্যবদ্ধ হোন

- হে দেশবাসী, নিজেদের নিরুপায় বা শক্তিহীন মনে করবেন না। ইতিহাস সাক্ষী, জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে কোন দালাল শাসক টিকে থাকতে পারে নাই।
- দেশের রাজনীতিতে কাফির সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী মার্কিন-বৃটেন-ভারত কিংবা জাতিসংঘ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যস্থতা প্রতিহত করতে হবে।
- বিশ্বাসঘাতক আওয়ামী-বিএনপি শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমে কাফির সাম্রাজ্যবাদীরা দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে, তাই এই দালাল শাসকগোষ্ঠীকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।
- আপনাদেরকে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নিষ্ঠাবান নেতৃত্বের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

হিযবুত তাহ্‌রীর তার প্রতিষ্ঠালগ্ন (১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ) থেকে মুসলিম উম্মাহ্'র উপর কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রকে উন্মোচিত করে তাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করে আসছে; **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্'কে কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করা।

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্'কে ভয় কর এবং কথায় ও কাজে যারা সত্য তাদের সাথে থাক" [সূরা আত-তওবা : ১১৯]।

২৬ রবিউল আউ'আল, ১৪৪৪ হিজরী
২২ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info

হিযবুত তাহ্‌রীর/উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য: htmedia.bd@outlook.com

হিযবুত তাহ্‌রীর/উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ